602

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 10 1999

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২......

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ও একজন প্রতিবাদী শিক্ষকের কথা

ডঃ তারেক শামসুর রেহমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে একজন সিনিয়ার শিক্ষকের নিরব প্রতিবাদ কদিন আগে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ছবিসহ তার প্রতিবাদের সংবাদ ছাপা হয়েছিল সংবাদপত্রে। এই শিক্ষক হচ্ছেন সবার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের দিন তিনি একাকী একটি প্লাকার্ড নিয়ে দীর্ঘ চারঘণ্টা দাঁড়িয়েছিলেন। তার প্লাকার্ডে লেখা ছিল- 'আমি ক্ষুব্ধ, আমি অপমানিত। অনাচার-দুরাচারমুক্ত, জ্ঞান বিলাসী সুস্থ বিশ্ববিদ্যালয় চাই।' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যখন যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে, তখন তিনি একাকী সোচ্চার হয়েছেন। নিরব প্রতিবাদ করেছেন কথিত সেই যৌন নিপীড়নের ঘটনার। শুধু তাই নয়। যৌন নিপীড়ন বিরোধী ছাত্র-ছাত্রীদের সংহতি সমাবেশেও তিনি ঐ ঘটনার জন্য মা, স্ত্রী ও কন্যাসহ সকল নারীর কাছে ক্ষমা চেয়েছেন।

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ শিক্ষক সমিতির নেতা নন। কিন্তু তিনি বিবেকের কণ্ঠস্বর। শিক্ষক সমিতি তাকে অনুরোধ জানায়নি প্রতিবাদ জানানোর জন্য। কিন্তু তাঁর বিবেক তাঁকে সচেতন করেছে প্রতিবাদী হতে। আমাদের এই সমাজে প্রতিবাদী লোকের সংখ্যা খুব কম। প্রতিবাদী হতে মানুষ ভয় পায়। লজ্জা পায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে মানুষ। যার ফলে সমাজে পাপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের ঘটনায় অভিযুক্তরা শাস্তি পাবে কিনা তা ভবিষ্যতের ব্যাপার, কিন্তু এই ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তা কি ফিরিয়ে আনা যাবে? কথিত যৌন নিপীড়নের ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষক সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়েছেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা একটি যৌন নিপীড়ন বিরোধী মোর্চা গঠন করেছেন। সংহতি সমাবেশও অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে তাদের সংহতি প্রকাশ করেছেন। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উপাচার্যের সাথে বৈঠক করেছেন। যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করারও দাবি জানান হয়েছে। উপাচার্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি পরিপন্থী কোন কাজ না করার আহ্বান জানিয়েছেন। শিক্ষক সমিতিও অনেকটা একই ধরনের বক্তব্য রেখেছে।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যৌন নিপীড়নের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই সংবাদ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে। বিবিসির বাংলা বিভাগও গুরুত্ব সহকারে এই সংবাদ পরিবেশন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আজ অনেকটা প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবা হচ্ছে। এটা দুঃখজনক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযুক্ত শহিদুজ্জামানের মত যেমন শিক্ষক রয়েছেন, তেমনি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের মতও শিক্ষক রয়েছেন। সুতরাং একজন শিক্ষকের কর্মকাণ্ড দিয়ে পুরো শিক্ষক সমাজকে দায়ী করা যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে আরো একটি ঘটনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দুজন শিক্ষক একই লেখা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এরা দুজন প্রায় বিশ বছর আগে প্রকাশিত একটি বই এর অংশবিশেষ চুরি করে তাদের গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। এটা একটি মারাত্মক অপরাধ। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন ছাপা হলেও অভিযুক্ত উক্ত দুজন শিক্ষক এর প্রতিবাদ করেননি। ফলে ধরে নেয়া যায় প্রতিবেদনটির পেছনে সত্যতা রয়েছে। একজন নকলবাজ ছাত্রের শাস্তি হতে পারে। শাস্তি হয়। সুতরাং নকলবাজ শিক্ষকেরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

আজকে এটা বলতেই হবে শুধু ঐ যৌন অপরাধের ঘটনাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং বেশ কিছু দুর্নীতির ঘটনাতেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সাবেক উপাচার্যের বিরুদ্ধে একটি দুর্নীতি মামলায় চার্জসিট দাখিল করা হয়েছে। সংবাদপত্রের খবর অনুযায়ী দুর্নীতি দমন ব্যুরো সাবেক উপাচার্যের বিরুদ্ধে তদন্ত করে চার্জসিট দাখিল করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ একাধিক। প্রথমত আর্থিক অনিয়ম, দ্বিতীয়ত মেয়ের জামাইকে অবৈধভাবে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও প্রমোশন দেয়া, তৃতীয়ত অবৈধভাবে ছাত্র ভর্তি এবং চতুর্থত নিজের মেয়েকে প্রভাব বিস্তার করে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া ও তাকে অবৈধ প্রমোশন দেয়া। একজন সাবেক উপাচার্যের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ কাম্য হতে পারে না। একজন উপাচার্য সম্মানিত ব্যক্তি। সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশী। এক্ষেত্রে একজন উপাচার্য যদি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হন, তাহলে তাতে করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। আগামীতে যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কিংবা উপ-উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হবেন, তাদের জন্যও এই ঘটনা একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে। তারা কোন অবৈধ কাজকে উৎসাহ দেবেন না- আমরা শুধু এটাই আশা করতে পারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে আরো একটি ঘটনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দুজন শিক্ষক একই লেখা চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন। এরা দুজন প্রায় বিশ বছর আগে প্রকাশিত একটি বই এর অংশবিশেষ চুরি করে তাদের গবেষণা প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন। এটা একটি মারাত্মক অপরাধ। সংবাদপত্রে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন ছাপা হলেও অভিযুক্ত উক্ত দুজন শিক্ষক এর প্রতিবাদ করেননি। ফলে ধরে নেয়া যায় প্রতিবেদনটির পেছনে সত্যতা রয়েছে। একজন নকলবাজ ছাত্রের শাস্তি হতে পারে। শাস্তি হয়। সুতরাং নকলবাজ শিক্ষকেরও শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য, উচ্চ শিক্ষার জন্য এটা মঙ্গল। যৌন নিপীড়নের ঘটনায় উপাচার্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। আজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে নকলবাজির যে অভিযোগ উঠেছে, সেটিও তদন্ত করে দেখা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে হলে নকলবাজির এই ঘটনায়ও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

গত কয়েক বছর ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা অনিয়ম চলে আসছে। এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রচুর সংবাদও ছাপা হয়েছে। জনৈক নকলবাজকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার ঘটনা, যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দিয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া, রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়া ইত্যাদি একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এর ছিটেফোঁটা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংবাদগুলো চেপে রাখা হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অনিয়মের ঘটনা আজ যৌন নিপীড়নের ঘটনার মধ্যদিয়ে বিস্ফোরিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আজ তাদের স্বচ্ছতা প্রমাণ করতে হবে। শুধুমাত্র যৌন নিপীড়নের ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকই নন, বরং প্রতিটি অনিয়মের ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। ইদানীং একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে যে অভিযুক্তরা রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে লালিত-পালিত হচ্ছেন। যে অভিযুক্ত, তার একটি নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা থাকতে পারে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার জন্য তিনি অভিযোগ থেকে ক্ষমা পেতে পারেন না। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

সম্প্রতি একটি সেমিনারে অভিযোগ করা হয়েছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একটা বড় অংশ শতকরা ২৫ ভাগও ক্লাস নেন না। এ ধরনের সংবাদ যখন পত্রিকায় ছাপা হয়, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি বলতে কিছু থাকে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশবলে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন না। শিক্ষকরা তাদের কাজের জন্য কারো কাছে দায়বদ্ধ নন। এই দায়বদ্ধতা না থাকার কারণে তারা আজ স্বাধীন। এটা আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। শিক্ষকরা ক্লাস নেন না। এদের কেউ কেউ এনজিওদের সাথে জড়িত। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই 'কনসালটেন্সি' করেন। কারও কারও আবার ব্যবসা আছে। ছাত্র পড়ানোর চাইতে ব্যবসায় তারা সময় দেন বেশী। ফলে অভিযোগটি যে মিথ্যা তা বলার সুযোগ নেই। ক্লাস না নেওয়ার চাইতেও আরও বড় ধরনের অভিযোগ উঠেছে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে। প্রশ্নপত্র বিক্রি করা, বিশেষ ছাত্রীকে প্রথম শ্রেণী পেতে সাহায্য করা ইত্যাদি ঘটনা প্রায়শই ঘটেছে। প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগে অর্থনীতি বিভাগের একজন সিনিয়র শিক্ষককে কিছুদিন আগে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে হলে, আজ এসব বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। যৌন অপরাধের ঘটনা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। কিন্তু ঐ একটি ঘটনাতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম চলছে। দীর্ঘদিনের জঞ্জাল আজ পরিষ্কার করা প্রয়োজন। বর্তমান উপাচার্যকেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে হবে। উপাচার্য যদি ব্যর্থ হন, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো গৌরব আর ফিরিয়ে আনা যাবে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অতীতে অনেক আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতির উত্থান-পতনে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম জড়িত। অনেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হতে গর্ব বোধ করেন। বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি কিংবা সমাজনীতি, যেখানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাদের প্রায় সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আজ চাই সমন্বিত প্রয়াস। ছাত্র, শিক্ষক, আর অভিভাবকদের সমন্বিত প্রয়াসেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারে। অভিযোগ উঠেছে যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনে এনজিও গ্রুপগুলোর প্রচ্ছন্ন ইংগিত রয়েছে। গার্মেন্টিস-এর মেয়েরা এই আন্দোলনে শরিক হয়েছে- এসব অভিযোগও করেছে ছাত্ররা। তবে এই অভিযোগের পেছনে সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। এনজিও গ্রুপগুলো আদৌ জড়িত ছিল কি-না, তাও জানা যায়নি। তবে উপাচার্য বলেছিলেন যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনে বাইরের মেয়েরা অংশ নিয়েছে। ব্যাপারটি যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তা চিন্তার কারণ। কেননা ঘটনাটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব। এখানে পক্ষ ও বিপক্ষ- উভয়ই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। ছাত্রী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। শিক্ষকও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আইনে ঘটনার তদন্ত হবে এবং অভিযুক্তদের বিচার হবে। এখানে বাইরের হস্তক্ষেপ কাম্য নয়। এই ব্যাপারটিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তির সাথে জড়িত।

যৌন নিপীড়নের ঘটনায় অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ বিব্রত বোধ করেছিলেন। তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন। তার এই ভূমিকা প্রশংসনীয়। তবে সেইসাথে তার মত সিনিয়র শিক্ষকদেরও ব্যাপারটি তলিয়ে দেখতে হবে। কেন এমন হয়, গলদটা কোথায়, কিংবা কিভাবে এ ধরনের ঘটনা এড়ানো যায়- বিষয়গুলো নিয়ে বলতে হবে, বারে বারে বলতে হবে। ঐ ঘটনা প্রকাশিত হবার পর ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রীরা স্বাভাবিক হতে পারছে না, পারছেন না শিক্ষকরাও স্বাভাবিকভাবে ছাত্রীদের সাথে মিশতে। বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকদের আজ সমস্যাটা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশের জন্য এটি ভালো নয়। উপাচার্য শিক্ষক সমিতি তথা সাধারণ শিক্ষকদের সাথে মত বিনিময় করতে পারেন। এতে করে তিনি অনেক 'ফিড-ব্যাক' পাবেন, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে সাহায্য করতে পারে। একজন প্রতিবাদী শিক্ষক অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ অনাচার, দূরাচারমুক্ত, জ্ঞানবিলাসী সুস্থ বিশ্ববিদ্যালয় চেয়েছেন। আমরাও তাই চাই। আমরাও চাই আর যেন কখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়ন বিরোধী শ্লোগান উচ্চারিত না হয়। বিশ্ববিদ্যালয় ফিরে পাক তার হারানো গৌরব, এ প্রত্যাশা সবার। ❑